দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির সিন্ডিকেটে বিএনপিপন্থিরা পাঁচটি পদেই জয়ী

একাডেমিক কাউন্সিলে ৬টির ৫টি আওয়ামী লীগপন্থিদের

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী এ ফোরামের পাঁচটি পদের বিপরীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সাদা দলের পাঁচজন শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন।

তবে একাডেমিক কাউন্সিলের ছয়টি পদের মধ্যে পাঁচটিতে জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ ও বামদল সমর্থিত নীল দল। ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য পদে ও ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী অনুষদের ডীন পদে সাদা দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। ফার্মেসী অনুষদে ডীন নির্বাচিত হয়েছেন নীল দল মনোনীত প্রার্থী।

গতকাল সোমবার বিকাল সোয়া চারটায় সিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মীজানুর রহমান নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। এর আগে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং ফাইন্যান্স কমিটির নির্বাচনে প্রায় ১৪১০ জন ভোটারের মধ্যে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

ঢাবির সিন্ডিকেটে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভোট প্রদান করেন ১২৮৭ জন শিক্ষক।

সিন্ডিকেট : সিন্ডিকেটে পাঁচটি পদের মধ্যে প্রভোস্ট ক্যাটাগরীতে ৬১১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মনোনীত সাবেক পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলের প্রভোস্ট মো. লুৎফর রহমান। তার বিপরীতে কবি জসিম উদ-দীন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান পেয়েছেন ৫৭০ ভোট। অধ্যাপক ক্যাটাগরীতে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ড. সহিদ আকতার হুসাইনের (৫৬৪ ভোট) বিপরীতে রসায়ন বিভাগের ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম (৬০৪ ভোট) জয়ী হয়েছেন।

সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটাগরীতে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মো. আকরাম হোসেন (৫৭১), সহকারী অধ্যাপক ক্যাটাগরীতে পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম (৬৬৩) এবং প্রভাষক ক্যাটাগরীতে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মো. মাজহারুল আনোয়ার (৫৮৭ ভোট) জয়ী হয়েছেন। তাদের বিপরীতে যথাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন রসায়ন বিভাগের ড. আফতাব আলী শেখ (৫৫৫), সহকারী অধ্যাপক পদে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মো. আকরাম হোসেন (৫০০) এবং প্রভাষক পদে রেজওয়ানুল হক খান (৫৭১)। সিন্ডিকেটের ডীন ক্যাটাগরীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

একাডেমিক কাউন্সিল : একাডেমিক কাউন্সিলের পাঁচটি পদে জয়ী আওয়ামী লীগ ও বাম দল সমর্থিত শিক্ষকরা হচ্ছেন: সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটাগরীতে আইন বিভাগের শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন (৫৮৪), গণিত বিভাগের ড. চন্দ নাথ পোদ্দার (৫৭১) এবং ইংরেজি বিভাগের ড. তাজিন আজিজ চৌধুরী (৬৩২), সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক পদে ফলিত রসায়ন ও কেমিক্যৌশল বিভাগের ড. মুহাম্মদ মাঈনুল করিম (৫৮৭) এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সুরাইয়া বেগম (৫৭৫)। একাডেমিক কাউন্সিলে সাদা দল থেকে নির্বাচিত একমাত্র প্রার্থী হলেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুস সালাম (৫৭৯)।

ফাইন্যান্স কমিটি : ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য পদে ৬০৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সাদা দল মনোনীত মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক এ বি এম শহিদুল ইসলাম। তার বিপরীতে নীল দল মনোনীত ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন পেয়েছেন ৫৭১ ভোট।

ডীন নির্বাচন : এদিকে ফার্মেসী অনুষদে নীল দলের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক ২৪ ভোট পেয়ে ডীন নির্বাচিত হয়েছেন। তার বিপরীতে সাদা দলের অধ্যাপক আবুল হাসনাত পেয়েছেন ২১ ভোট। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদে সাদা দলের অধ্যাপক শাহিদা রফিক ৩৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার বিপরীতে নীল দলের অধ্যাপক মো. সেকুল ইসলাম ৩৩ ভোট পেয়েছেন। এই দুই অনুষদের নির্বাচনে শুধু সংশ্লিষ্ট অনুষদের শিক্ষকরাই ভোট প্রদান করেন।

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সাদা দলের আহবায়ক ও কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষকরা ভোট দিয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে আমাদের অঙ্গীকারের প্রতি তারা আস্থা রেখেছেন। নীল দলের যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক মো. আমিনুল হক ভূঁইয়া বলেন, নির্বাচনে শিক্ষকরা তাদের মত দিয়েছেন। তাদের মতামতের প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে। সাদা-নীল নির্বিশেষে সকল নির্বাচিত প্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করবে বলে তিনি আশা করেন।

নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মীজানুর রহমান বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকলেই ফলাফল মেনে নিয়েছেন।